দৈনিক খবর

06

তারিখ ...1 4 OCT 1992 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

সংসদে আইন পাস

# একক প্রশাসনে কলেজ

।।সংসদরিপোর্টার।।

দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহকে একক প্রশাসনের অধীনে আনার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে গতকাল

২ এর পাতায় দেখুন

## একক প্রশাসনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মঙ্গলবার রাতে আইন পাস করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে গঠিত অনাবাসিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে সরকার প্রধানকে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিধান রাজনৈতিকভাবে কলেজসমূহ নিয়ন্ত্রণে সুযোগ সৃষ্টি করবে দাবী করে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিল পাসে বিরোধিতা করা হয়েছে।

দেশের ৬টি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কলেজসমূহকে বিচ্ছিন্ন করে একক প্রশাসনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা দিয়ে সংশোধিত আকারে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যায় বিল ১৯৯২' পাস করা হয়। এ সময় বিলের কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয়টির নিজস্ব বিধান তৈরীর ক্ষমতাকে 'অধ্যাদেশ' তৈরীর ক্ষমতা হিসেবে উল্লেখ থাকায় দীর্ঘ এক ঘন্টার বেশী সময় আইনগত জটিলতা নিরসনে ব্যয় হয়। পরে এই ক্ষমতাকে 'রেগুলেশন' তৈরীর ক্ষমতা হিসেবে সংশোধন করা হয়েছে।

বিরোধী দলের পক্ষে মোহাম্মদ নাসিম সরকারের এই উদ্যোগের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সরকারের নীতি হচ্ছে মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে বাদ দেয়ার মত নীতি। শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন অসুবিধার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা কেটে নিয়ে যা করা হচ্ছে তাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় না বলে জাতীয়তাবাদী বিশ্ববিদ্যালয় নাম দেয়া উচিৎ। তার বক্তব্যের সমর্থনে ব্যাখ্যা প্রদানকালে তিনি বলেন, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর থাকার কথা। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে চ্যান্সেলর করার বিধান করা হচ্ছে। সরকার প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান। কোন কলেজকে অনুমোদন দান বা অনুমোদন বাতিলের ক্ষমতা এককেন্দ্রিক থাকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে যেখানে সরকারী দলের আধিপত্য থাকবে না, সে সব কলেজের অনুমোদন বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবকালে বলেন, এতে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের সমতা বিঘ্নিত হবে।

জাতীয় পার্টির এবাদুর রহমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি এর নাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত বলে জানান। একই সঙ্গে তিনি বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে দেশে সবগুলো কলেজকে এককেন্দ্রিক করায় আরো দুর্গতি বাড়বে বলেও মত প্রকাশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ পরিকল্পনা ডঃ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের ছিল। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এ ব্যবস্থা আছে। এশিয়ায় ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ায় আছে, অষ্ট্রেলিয়ায় আছে। এমনকি ভারতেও এই ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। আবাসিক কলেজে সেশনজট থাকলেও ভাল ছেলেরা যাতে নিজ নিজ এলাকায় থেকেই সময়মত পরীক্ষা দিতে পারে এ জন্যই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সাথে শিক্ষকদেরও উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকছে। বিশ্ব ভারতীর মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি নয় পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু চ্যান্সেলর ছিলেন। এখানেও ৫২০টি কলেজের জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে তার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক ব্যাপার। এ কারণে সরকার প্রধানকে চ্যান্সেলর করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বিলটির জনমত যাচাইসহ বিভিন্ন সংশোধনীর প্রস্তাব দিয়ে আরো বক্তৃতা করেন এডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, মোশারফ হোসেন, তবিবর রহমান সরদার, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, মতিউর রহমান নিজামী, আবদুস সোবহান, কাজী শামসুর রহমান, শহীদুজ্জামান, আবু বকর, লতিফুর রহমান, ডাঃ এ কে এম আমজাদ, মুফতি মওলানা মোঃ আবদুস সাত্তার, নাছির উদ্দিন, শাহ মোঃ রুহুল কুদ্দুস, বেগম হাফেজা আসমা খাতুন, বেগম রাশিদা খাতুন, মওলানা হাবিবুর রহমান ও আবু লেইছ মোঃ মুবিন চৌধুরী।

আইনগত জটিলতা নিরসনে শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকারের প্রস্তাবনার বিপক্ষে স্পীকারের সহায়তায় তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, আইন প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক, এডভোকেট শুধাংশু শেখর হালদার ভূমিকা রাখেন। পরে শিক্ষামন্ত্রী একমত হয়ে সংশোধনীতে সম্মত হন।

গতকাল এ ছাড়াও তিনটি নতুন বিল সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। এর দুটি যোগাযোগ মন্ত্রী এবং একটি চিংড়ি চাষ অভিকর 'বিল-১৯৯২ নামে পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী উত্থাপন করেন। প্রথম বিল দু'টি মোটরযানসংক্রান্তআইনেরসংশোধনী।